রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২১, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যানের কার্যালয়
নিম্নতম মজুরী বোর্ড

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০২ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৭ জুলাই, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং নিমবো/নিমনি/স্থল বন্দর/২০১৬/৩২৬—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ১৩৯(১) ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ১২৮(১) বিধি মোতাবেক নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত সকল শ্রেণির শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী হারের খসড়া সুপারিশ, ২০১৬ জনসাধারণের/সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো যাইতেছে।

অত্র বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত সকল শ্রেণির শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী হারের খসড়া সুপারিশের উপর যদি কাহারও কোন আপত্তি বা সুপারিশ থাকে তাহা হইলে উক্ত আপত্তি বা সুপারিশ লিখিতভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ২২/১, তোপখানা রোড, বাশিকপ ভবন (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ বরাবর পাঠাইতে হইবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে প্রাপ্ত আপত্তি বা সুপারিশ বিবেচনাক্রমে বোর্ড সরকারের নিকট সুপারিশ উপস্থাপন করিবেন।

মোঃ আলী হায়দার
চেয়ারম্যান (সিনিয়র জেলা জজ)
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

"বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প
খসড়া সুপারিশ-২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অধিশাখা-৬ কর্তৃক পত্র সংখ্যা ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩৬.০০৮.১২-৫০ তারিখ ঃ ৩০ মার্চ ২০১৬খ্রিঃ মূলে "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত সকল শ্রেণির শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী হার সুপারিশ করার জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উক্ত শিল্প সেক্টরে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এস, আর, ও নং ৪৯-আইন/২০১৬ তারিখ ঃ ১৮ ফাল্গুন ১৪২২ বঙ্গাব্দ/০১ মার্চ ২০১৬খ্রিঃ এবং সোমবার, মার্চ ৭, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ এর প্রজ্ঞাপন দ্বারা "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্পের মালিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য ও উক্ত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য নিয়োগ করা হয়।

অতঃপর নিম্নতম মজুরী বোর্ড "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত সকল শ্রেণির শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী হার সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একাধিক বৈঠকে মিলিত হন। অত্র বোর্ড "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরে কর্মরত সকল শ্রেণির শ্রমিকের নিম্নতম মজুরীর হার সুপারিশের নিমিত্ত শ্রমিকদের জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরণ, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ, দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিয়া বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৩৯ ধারা মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট নিম্নলিখিত খসড়া সুপারিশ পেশ করিতেছেন ঃ

১। বাংলাদেশে অবস্থিত "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত সকল শ্রেণির শ্রমিকের বিভিন্ন পদবী, কাজের ধরণ ও প্রকৃতি, চাকুরীকাল, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে গ্রেড-১ শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ করা হয় যাহা এতদ্সঙ্গে সংযোজিত তফসিল "ক" এ বলা হইয়াছে। এই সুপারিশে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোন পদ যদি কখনও সংশ্লিষ্ট শিল্পে সংযোজিত হয়, তবে উহা যথাযথ গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

২। "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকগণের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন স্থল বন্দরের ক্ষেত্রে আদায়কৃত টন প্রতি লেবার হ্যান্ডলিং চার্জ শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে যথাক্রমে ৫০:৫০ হারে বিভক্ত করিয়া শ্রমিকগণকে ৫০% হারে এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন স্থল বন্দরের ক্ষেত্রে আদায়কৃত টন প্রতি লেবার হ্যান্ডলিং চার্জ শ্রমিক ও অপারেটরের মধ্যে যথাক্রমে ৬৩:৩৭ হারে বিভক্ত করিয়া শ্রমিকগণকে ৬৩% হারে মজুরী নির্ধারণ করা হয় যাহা সংযোজিত তফসিল "ক" এ বলা হইয়াছে।

৩। যদি "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/মালিক/ঠিকাদার ফূরণভিত্তিক (Piece Rate) মজুরী দিয়া থাকেন তবে তাহাকে এই সুপারিশ মোতাবেক তাহাদের মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম না পান।

৪। তফসিল "ক" এ উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই সুপারিশ ঘোষণার পর হইতে "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/মালিক/ঠিকাদার তফসিল "ক" এ বর্ণিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিকদেরকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্ত করিবেন এবং মজুরী স্লিপ প্রদান করিবেন।

৬। তফসিল "ক" এ উল্লিখিত মজুরী নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে, অর্থাৎ, প্রদেয় মজুরী ঘোষিত মজুরী হইতে কম হইবে না। উক্ত মজুরী অপেক্ষা কোথাও যদি অধিকহারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকে তবে তাহা হ্রাস করা যাইবে না। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/মালিক/ঠিকাদার ইচ্ছা করিলে নিজেদের উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরে যদি কোন শ্রমিক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/মালিক/ ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে সেই শ্রমিকও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২(৬৫) ধারা অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/মালিক/ ঠিকাদারের ন্যায় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা ১৬১ মোতাবেক একই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোন শ্রমিকের প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়দায়িত্ব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/মালিক/ ঠিকাদারের উপর বর্তাইবে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/মালিক/ ঠিকাদার নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত মজুরী অপেক্ষা কোনক্রমেই কম মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন না।

৮। "বাংলাদেশ স্থল বন্দর" শিল্প সেক্টরের তফসিল "ক" এ উল্লিখিত শ্রমিকগণ বর্তমানে যেই গ্রেডে আছেন সে গ্রেডেই স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাহাদের স্ব স্ব মজুরী সুপারিশকৃত মজুরী অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। কোন শ্রমিককে নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৯। তফসিল "ক" এ উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও সুবিধাদি ছাড়াও শ্রমিকগণ কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যেসব সুযোগ-সুবিধা/ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩৩৬ মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

১০। এই সুপারিশের কোন অংশ প্রচলিত আইনের সহিত সাংঘর্ষিক হইলে সেই অংশটুকু বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। কার্যকাল দেশের প্রচলিত/প্রযোজ্য শ্রম আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আলী হায়দার)
চেয়ারম্যান (সিনিয়র জেলা জজ)
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. মোঃ কামাল উদ্দীন)
নিরপেক্ষ সদস্য

স্বাক্ষরিত/-
(কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ)
মালিকগণের
প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য

স্বাক্ষরিত/-
(ফজলুল হক মন্টু)
শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী
সদস্য

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী)
সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকগণের
প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ জসিম উদ্দিন সরদার)
সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের
প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য

তফসিল "ক"

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	বন্দরের ধরণ/প্রকৃতি	সর্বমোট মজুরী
গ্রেড-১ : ১। সাধারণ শ্রমিক/ লোডিং শ্রমিক/ আনলোডিং শ্রমিক	সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন স্থল বন্দর	সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন স্থল বন্দরে, স্থল বন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে আদায়কৃত টন প্রতি লেবার হ্যান্ডলিং চার্জ শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে যথাক্রমে ৫০:৫০ হারে বিভক্ত করিয়া শ্রমিকগণকে ৫০% হারে মজুরী প্রদান করিতে হইবে।
	বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন স্থল বন্দর	বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন স্থল বন্দরে, স্থল বন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে আদায়কৃত টন প্রতি লেবার হ্যান্ডলিং চার্জ শ্রমিক ও অপারেটরের মধ্যে যথাক্রমে ৬৩ : ৩৭ হারে বিভক্ত করিয়া শ্রমিকগণকে ৬৩% হারে মজুরী প্রদান করিতে হইবে।
*বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।		

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd